৭.১. আত্মহত্যা কী? (What is suicide ?)

'হত্যা করা' বলতে আমরা সাধারণত 'একজন কর্তৃক অন্যজনের জীবনহানি ঘটানো'কে বুঝি যা আমাদের সাধারণ নীতিজ্ঞানে অন্যায় ও অনুচিতকর্ম।' 'হত্যা কোরো না' এই নৈতিক বিধিটি প্রায় সব সমাজেই প্রচলিত। এই অর্থে (অপরকে হত্যা করা অর্থে) হত্যা যেমন রাষ্ট্রের আইন অনুসারে দণ্ডনীয়, তেমনি ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান অনুসারেও নিন্দনীয়। কিন্তু আর এক প্রকার হত্যার উল্লেখ করা যায় যেখানে হত্যাকারীকে দণ্ড দেওয়া সম্ভব হয় না এবং ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান অনুসারে ঐ হত্যা নিন্দনীয় কি-না সে ব্যাপারেও মত-বিরোধ দেখা দিতে পারে। আত্মহত্যা এমনই এক হত্যা যেখানে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি অভিন্ন ব্যক্তি। বিশেষ কোন স্বস্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি যখন কোন না কোনভাবে নিজের জীবন নাশ করে তখন সাধারণভাবে তাকে বলা হয় 'আত্মহত্যা' (**suicide**)। এপ্রকার হত্যাকারীকে রাষ্ট্রীয় আইনে দণ্ড দেওয়া যায় না, কেননা, হত্যা-কার্যটি ব্যর্থ না হলে, নিহত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় না। আবার এজাতীয় হনন-কার্যের নৈতিক বিচার, ভাল-মন্দের বিচার সম্ভব কি-না এ বিষয়েও কোন ঐকমত্য নেই। সাধারণভাবে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে মানুষের আচার-আচরণকে নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তুরূপে গণ্য করা হয়। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে এমন কোন সামাজিক সম্পর্ক না থাকায়, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি অভিন্ন হওয়ায়, অনেকে আত্মহত্যাকে নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তুরূপে গণ্য করেন না।

Scanned by CamScanner

৭.২. আত্মহত্যার প্রকার (Types of suicide)

দুরখেইম (Durkheim) তাঁর 'Suicide' গ্রন্থে আত্মহত্যার চারটি প্রকারের উল্লেখ করেছেন যথা—

(১) পরকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (Altruistic suicide)

ব্যক্তি যখন 'পরের' দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে, নিজ ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সর্বৈব অবহেলা ক'রে আত্মহত্যা করে তখন তা পরকেন্দ্রিক আত্মহত্যা। এখানে 'পর' বলতে বোঝায় পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ—পারিবারিক সম্মান, গোষ্ঠী-মর্যাদা, সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি। এখানে পারিবারিক সম্মান, গোষ্ঠী-মর্যাদা ও সমাজ-সংস্কৃতির দ্বারা ব্যক্তি এতই আচ্ছন্ন থাকে যে তাদের রক্ষাকল্পে আত্মহত্যা ভিন্ন ব্যক্তি অন্য কোন পথ খুঁজে পায় না। সামাজিক ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন থেকে ব্যক্তি এখানে আত্মহননকে এক 'গৌরবময় জীবনাবসান'রূপে গণ্য করে। আমাদের দেশের 'সহমরণ' অর্থাৎ মৃত স্বামীর চিতাবহ্নিতে স্বেচ্ছায় স্ত্রীর আত্মাহুতি ('সতীদাহ' বললে ভুল হবে, কেননা সতীদাহে চিতাবহ্নিতে স্ত্রীর আত্মাহুতি সব সময় ইচ্ছাধীন হয় না) এবং জাপানের 'হারাকিরি' এপ্রকার পরকেন্দ্রিক আত্মহত্যা, যেখানে আত্মহননকারী গোষ্ঠী ও সমাজ-সংস্কৃতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন থেকে আত্মহত্যাকে এক গৌরবময় জীবনাবসানরূপে গণ্য ক'রে আত্মহত্যা করে।

(২) অহংকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (Egoistic suicide)

অহংকেন্দ্রিক আত্মহত্যা পরকেন্দ্রিক আত্মহত্যা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পরকেন্দ্রিক আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে সমাজশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন, আর আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে সামাজিক ধ্যান-ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন। অহং-সর্বস্ব ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা সমাজের ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হওয়ায় সমাজের সঙ্গে, সমাজস্থ ব্যক্তির সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র থাকে না। কিন্তু মানুষ স্বভাবত সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হলে মানুষের জীবন হয় একাকী, নিঃসঙ্গ এবং মূল্যহীন। এ প্রকারে নিঃসঙ্গ ও মূল্যহীন জীবনের দুর্বিষহ জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য অহং-সর্বস্ব মানুষ কখনো কখনো আত্মহত্যা করে।

(৩) অধঃপতনজনিত আত্মহত্যা (Anomic suicide)

নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তির আত্মগ্লানির জন্য অথবা অপযশ থেকে মুক্ত হবার জন্য আত্মহনন হল অধঃপতনজনিত আত্মহত্যা। অপরকে বঞ্চনা করার জন্য, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য, জীবনে যখন অখ্যাতি ও অপযশ ছাড়া আর কোন সঞ্চয় থাকে না এবং শত চেষ্টাতেও যখন ঐ অপযশ থেকে মুক্ত হবার কোন পথ থাকে না, তখন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে ঐ নীতিভ্রষ্ট মানুষটি হয় নিতান্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র। মানুষের ঘৃণা ও অবজ্ঞা থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যক্তির সেক্ষেত্রে আত্মহত্যা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না।

(৪) অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা (Fatalistic suicide)

চূড়ান্ত অদৃষ্টবাদীর কাছে জীবন এক অর্থহীন কাল-যাপন। মানুষের জীবনের স্বকীয় কোন মূল্য নেই, কেননা তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় এক অদৃশ্য-শক্তির (অদৃষ্টের) দ্বারা। মানুষের ইচ্ছার কোন মূল্য নেই, তার স্বাধীন ও স্বকীয় ইচ্ছা বলে বাস্তবিক কিছু নেই—মানুষ অদৃষ্টের (অদৃশ্য শক্তির) এক ক্রীড়া-পুত্তলিকা বা খেলার পুতুল মাত্র। মানুষের জীবনে যা ঘটে তা ঐ অদৃষ্টের

Scanned by CamScanner

অপ্রতিরোধ্য নিয়মে ঘটে, ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটানো মানুষের সাধ্যাতীত। এপ্রকার মনোভাব বা জীবন-দর্শন মানুষকে নিরুদ্যম ও নিস্তেজ করে, তার মনে হতাশার সঞ্চার করে। হতাশাময় জীবন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য চূড়ান্ত অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দুরখেইম সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যার আলোচনা করেছেন, যা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিক—আমাদের আলোচ্য হল—**ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানে আত্মহত্যা সমর্থনযোগ্য অথবা সমর্থনযোগ্য নয়।**

Scanned by CamScanner